ভোরের কাগজ

JAN 5 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

স্বাধীনতার ২৭ বছর পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু

দীন মোহাম্মদ দীনু; কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে : স্বাধীনতার ২৭ বছর পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনের সম্মুখে ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী নির্মাণকাজ শুরু করেছেন। বর্তমান উপাচার্য ড. মুহাম্মদ হোসেন দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নির্মাণ করবেন মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে 'একটি ভাস্কর্য।

উপাচার্যের স্বপ্ন আজ বাস্তবতার মুখ দেখছে এবং তা সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তনে (২০ ডিসেম্বর '৯৭) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভাস্কর্য নির্মাণের আর্থিক সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন বলে। সে হিসেবে টেন্ডার আহ্বান করেছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক বিভাগ। গঠিত হয়েছে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ কমিটি।

উক্ত কমিটিতে ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী ভাস্কর্যটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'উপস্থাপিত মডেলে রয়েছে একজন ছাত্র, একজন কৃষক ও একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি যা বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাস্কর্যের তিনদিকে তিনটি ভিন্ন ধাপে ফিগারগুলো স্থাপিত। একজন কৃষক যোদ্ধা তার সঙ্গীনের মাথায় বিজয়ের পতাকা বেঁধে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তার ডান পাশেই শাশ্বত বাংলার একজন রমণী দৃঢ়চিত্তে আহ্বান জানাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। অন্য একটি দিকে একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল।

ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী আরো বলেন, এই ভাস্কর্যে ছাত্র কৃষক ও নারীর সমন্বয়ে দেশের গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধে আপামর জনসাধারণের সম্পৃক্ততার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নারীর প্রতিকৃতি কল্পিত হয়েছে দেশমাতৃকা রূপে, আর অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে ছাত্রটিকে। ভাস্কর্যের সর্বোচ্চ ধাপে কৃষক তার সঙ্গিনের মাথায় স্বাধিকারের পতাকা তুলে ধরার মাধ্যমে বহুদিন ধরে হৃদয়ে লালিত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন বিজয়ের সম্যক চিত্র।

ভাস্কর্যটি স্থাপিত হবে ভূমি থেকে চারটি ধাপে। দেড় ফুট উঁচুতে ১৮ ফুট ব্যাসের গোলাকার একটি বেদির মধ্যে। ১১ ফুট X ১০ ফুট আয়তাকার এবং সাত ফুট উঁচু দ্বিতীয় একটি বেদির ওপর সাত ফুট উচ্চতায় '৫২র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের চিত্র মুর্যাল (টেরাকোটা)-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফিগারগুলোর উচ্চতা ১৭ ফুট এবং ভূমি থেকে ফিগারের হাতে ধারণকৃত পতাকা পর্যন্ত উচ্চতা হবে মোট ৩৬ ফুট।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ১৮ জন ছাত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণীয় করে রাখার প্রত্যাশায় এ ভাস্কর্য নির্মাণকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রফেসর ড. আতিয়ার রহমান মোল্লা (কমান্ডার, বাকৃবি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল)।

এই স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে বরাদ্দ মিলেছে ২৫ লাখ টাকা। ১৬ সদস্যের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন উপাচার্য ড. মুহাম্মদ হোসেন ও সদস্য সচিব জয়নাল আবেদীন খান। সদস্য হচ্ছেন প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম (একোয়াকালচার), প্রফেসর আহাম্মদ উল্লাহ সরকার (ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা) প্রফেসর ড. আব্দুল আউয়াল (প্রক্টর) প্রমুখ।

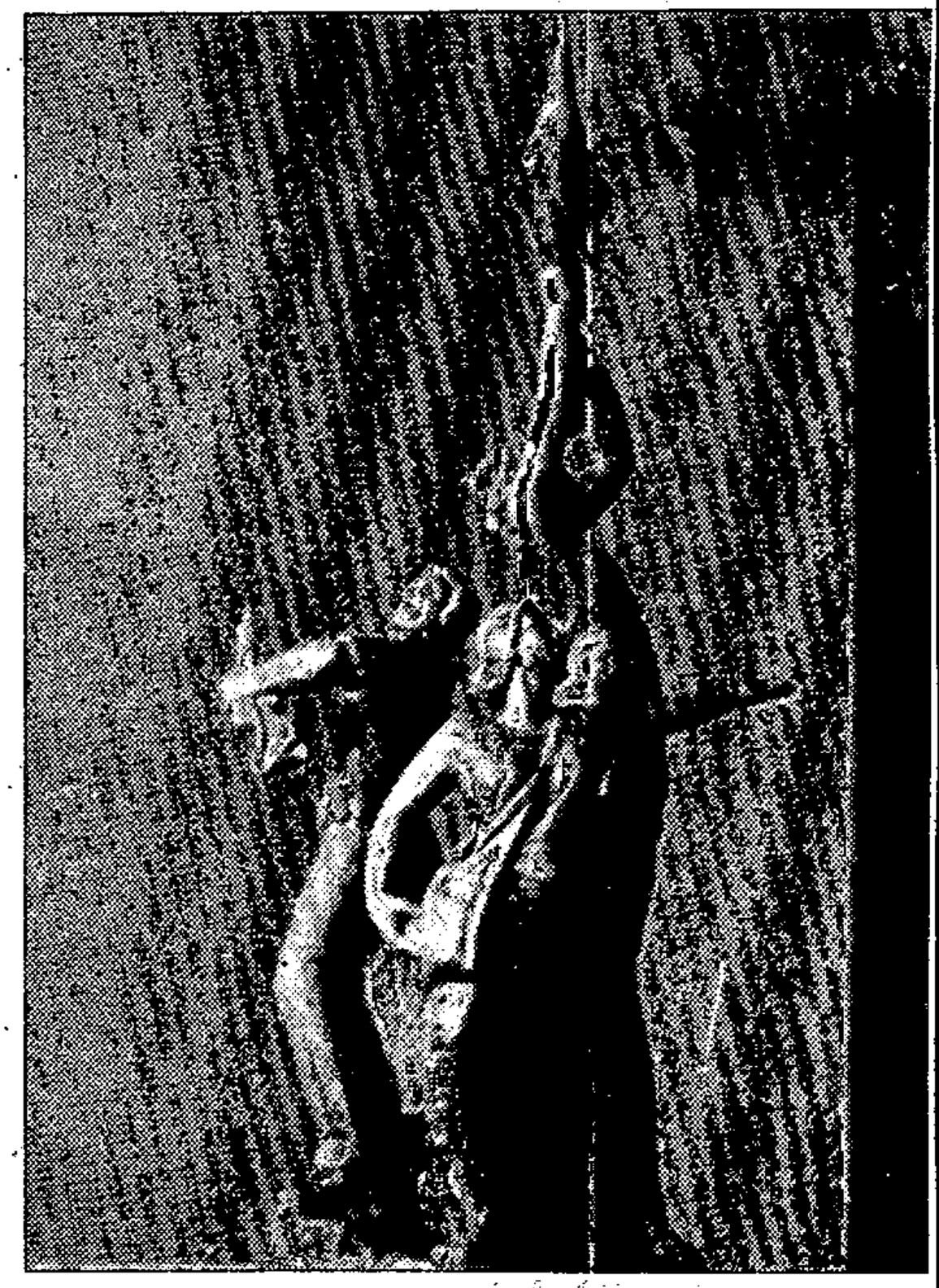

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্যের মডেল - ভোরের কাগজ